দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৪।৪।৮০ ...
পৃষ্ঠা... ... ... কলাম... ... ...

৬ লক্ষ টন বেশি খাদ্য

দেশব্যাপী ১৮২টি খাল পুনঃখননের ফলে চলতি বছরে ছয় লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে। উপ-প্রধানমন্ত্রী জনাব জামাল উদ্দিন আহমদ বুধবার চট্টগ্রামে একথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, চলতি বছর ১৫ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হয়েছে। আগামী বছর উৎপন্ন হবে ৪০ লক্ষ টন।

দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে সরকার যে উদ্দেশ্যে বিপ্লবের প্রথম পর্যায় হিসেবে খাল কাটার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা সাফল্য মন্ডিত হয়েছে। গত ডিসেম্বর মাস থেকে দেশব্যাপী খালকাটার কর্মসূচী নেয়া হয়। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশের সেচব্যবস্থার বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধন, ক্ষেতে-খামারে যথাসময়ে পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি। দ্রুততম সময়ে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের এই লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে খালকাটা শুরু হয়। এ পর্যন্ত কাটা হয়েছে ১৮২টি খাল এবং এর ফলে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশ্য এখনো কর্মসূচী মোতাবেক সব খাল কাটার কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। আগামী বছর আরো ৩০০ খাল কাটার কাজ শুরু হবে। আর স্বভাবতই আশা করা যায় যে ঐ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে খাদ্যোৎপাদন আরো বাড়বে এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে তা ব্যাপক অবদান রাখবে।

এ থেকে দুটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ সরকার জাতির জন্য কল্যাণকর কোনো বাস্তবধর্মী কর্মসূচী গ্রহণ করলে এবং সে ব্যাপারে আন্তরিক হলে জনসাধারণ তাতে সাড়া দেয়, অতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করে। খাল কাটার ব্যাপারে জনসাধারণ সেই উদ্দীপনা ও স্বতঃস্ফূর্ততার পরিচয় দিয়েছে। বস্তুতঃ জনসাধারণ যেভাবে ঐ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কাজ করেছে অ অতুলনীয়। দ্বিতীয়তঃ সরকার যদি জনসাধারণের কল্যাণে আন্তরিকতার সাথে কোনো কর্মসূচী গ্রহণ করেন, যত বাধাই আসুক, শেষ পর্যন্ত তা সফল হয় এবং জনসাধারণ তার সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারে। আসলে এর জন্য সবচেয়ে বেশি যা দরকার তাহল জনসাধারণের যথার্থ কল্যাণ সাধনের আন্তরিক আগ্রহ। সেই আগ্রহ থাকলে কোন বাধাই বড় হয়ে দাঁড়ায় না।

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি আমাদের জাতির জন্য একটা মস্তবড় ব্যাপার—একটা বিরাট সাফল্য। যে দেশকে খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলার জন্য ফি বছর বিদেশের দ্বারস্থ হতে হয়, কোটি কোটি টাকা শুধুমাত্র ঐ একটা খাতে ব্যয় করার ফলে দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় সেদেশে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে একটা সু-সংবাদ। এই প্রক্রিয়ায় যদি আমরা খাদ্যোৎপাদনে স্বনির্ভর হতে পারি তাহলে অন্যান্য দিকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়াসকে জোরদার করতে পারব।